1 MAY 2017
পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ২

প্রথম আলো

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

সিল ছাত্র ফ্রন্ট অফিস পাহারায় পুলিশ

আবুল বাশার মিরাজ, বাকৃবি ▷

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) শাখা কার্যালয়ে গতকাল রবিবার পুলিশকে পাহারা দিতে দেখা গেছে। প্রায় অর্ধশত পুলিশ সদস্য কার্যালয়টি ঘিরে রেখেছিলেন। গত দুই দিন দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে কার্যালয় দখল নিয়ে সংগঠনটির দুই পক্ষ মারমুখী অবস্থানে রয়েছে।

বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শুক্রবার রাতে শাখা কার্যালয় সিলগালা করে দেয়। এর পর থেকে পুলিশ সদস্যদের কার্যালয়ে সার্বক্ষণিক পাহারা দিতে দেখা যায়।

কত দিন পাহারা দেবেন? এ প্রশ্নের উত্তরে বাকৃবি পুলিশ ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইব্রাহীম খলিল বলেন, 'যেকোনো মুহূর্তে আবারও মারামারি হতে পারে। এমন আশঙ্কার কথা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জানালে পাহারা দেওয়া শুরু করি। প্রশাসন হুকুম দিলে আমরা ক্যাম্পে ফিরে যাব।' বাকৃবি সূত্রে জানা গেছে, মতাদর্শগত কারণে ২০১৩ সালের ১২ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে সারা দেশে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। বিভাজনের সময় একটি পক্ষ সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট (মার্ক্সবাদী), অপরটি (খালেকুজ্জামান) নাম প্রকাশ করে। এরপর বাকৃবি ছাত্র ফ্রন্টের কার্যালয় থেকে খালেকুজ্জামানপন্থীদের বের করে দেন মার্ক্সবাদীরা। সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় বিভক্তির পর থেকে গত চার বছর ছাত্র ফ্রন্ট কার্যালয় মার্ক্সবাদীরা ব্যবহার করছে। গত ১৮ এপ্রিল খালেকুজ্জামান অনুসারী ফ্রন্টের ১৫ সদস্যবিশিষ্ট নতুন কমিটি গঠিত হয়। নতুন কমিটি গঠনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ায় কার্যালয় দখলের ব্যাপারে উৎসাহিত হয়ে ওঠে তারা। বর্তমানে মার্ক্সবাদীদের রাফিকুজ্জামান ফরিদ ও খালেকুজ্জামানপন্থীদের সৌরভ দাস সভাপতি।

রাফিকুজ্জামান ফরিদ বলেন, 'কার্যালয় দখল করতে বহিরাগত সন্ত্রাসীদের নিয়ে হামলা চালায়। গত বৃহস্পতিবার কার্যালয়ে তালা লাগিয়ে দেয়। এ সময় কয়েকজনকে মারধর এবং লাঞ্ছিত করে। গত শুক্রবার সকালে তারা পুনরায় হামলা করে। তাদের তিনজনকে ধরে প্রক্টরের কাছে সোপর্দ করি। এ হামলার জন্য সৌরভ দায়ী।' তবে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সৌরভ অনুসারীরা শুক্রবার সকালে নাশতা করতে জব্বার মোড়ে যায়। এ সময় ফরিদের অনুসারীরা খাবার হোটেল, চায়ের দোকান থেকে সৌরভের কর্মীদের ধরে কার্যালয়ে নিয়ে গিয়ে মারধর করে। তাদের প্রক্টরের হাতে তুলে দেয়।

অভিযোগের বিষয়ে সৌরভ বলেন, 'আমরা নেতাকর্মীদের নিয়ে আঞ্চলিক সভা করতে কার্যালয়ে যাই। সেখানে আগে থেকে অবস্থানকারী মার্ক্সবাদী নেতাকর্মীরা বাধা দেন এবং দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। তালা লাগিয়ে দেওয়ার পর ধারাবাহিকভাবে দুই পক্ষের মধ্যে গণ্ডগোল চলতে থাকে। তারা অন্যায়ভাবে আমাদের কার্যালয় দখল করে রেখেছে। আমার নেতাকর্মীদের মারধর করছে।' বহিরাগতদের অভিযোগের বিষয়ে তিনি বলেন, 'ঘটনার সময় বহিরাগত কেউ ছিল না। ময়মনসিংহ বিভাগের সম্মেলন উপলক্ষে নেতাকর্মীরা ক্যাম্পাসে এসে প্রতিপক্ষের হামলার শিকার হয়েছে।'

মার্ক্সবাদীদের সংবাদ সম্মেলন : ছাত্র ফ্রন্টের কার্যালয় খুলে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে ফ্রন্টের মার্ক্সবাদী নেতাকর্মীরা। সেই সঙ্গে কার্যালয়ে হামলাকারী প্রতিপক্ষ নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে। গত শনিবার বাকৃবি সাংবাদিক সমিতিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তারা এ দাবি জানায়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সহসভাপতি জুনায়েদ হাসান। লিখিত বক্তব্যে তাঁরা দাবি করেন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট (বাসদ) বহিরাগত ১০-১৫ জন সন্ত্রাসী নিয়ে কার্যালয় দখল করতে মার্ক্সবাদী নেতাকর্মীদের ওপর হামলা চালায়। এতে সাধারণ সম্পাদক গৌতম কর ঈশান, সাবেক সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব চৌধুরী, সভাপতি রাফিকুজ্জামানসহ অন্তত ১০-১২ জন আহত হয়। সংবাদ সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট (মার্ক্সবাদী) কেন্দ্রীয় সভাপতি স্নেহাদ্রি চক্রবর্তী রিন্টু, সদস্য সেজুতি চৌধুরী, বাকৃবি শাখার সভাপতি রাফিকুজ্জামান, সাবেক সভাপতি আশরাফ মিল্টন, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রেমানন্দ দাস ও দপ্তর সম্পাদক মাগফুরা জেরিন প্রমুখ।

মামলা : এ ঘটনায় মার্ক্সবাদীদের সাধারণ সম্পাদক গৌতম কর ঈশান প্রতিপক্ষের ২১ জনের নাম উল্লেখ করে কোতোয়ালি মডেল থানায় মামলা করেন। এদিকে খালেকুজ্জামান অনুসারীরা ১৭ জনের নাম উল্লেখ করে ও পাঁচজন অজ্ঞাতনামার বিরুদ্ধে মামলা করেন। ময়মনসিংহ মডেল থানার ওসি মো. কামরুল ইসলাম মামলার তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এ বিষয়ে প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম জাকির হোসেন বলেন, 'আমরা সমঝোতার চেষ্টা করলেও তা তারা না মেনে পুনরায় সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আলী আকবর দেশের বাইরে অবস্থান করছেন। আগামী ৪ মে তাঁর দেশে ফেরার কথা রয়েছে। তিনি ক্যাম্পাসে ফিরলে কার্যালয়ের বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেবেন।'

শাবিপ্রবিতে বিক্ষোভ

এদিকে সিলেট থেকে আমাদের **শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়** (শাবিপ্রবি) **প্রতিনিধি** জানান, বাকৃবি সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের (মার্ক্সবাদী) ওপর খালেকুজ্জামানপন্থীদের হামলার প্রতিবাদে শাবিপ্রবিতে বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে। গতকাল বেলা সাড়ে ১২টার দিকে শাবিপ্রবি ক্যাম্পাসের অর্জুনতলা থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করে শাখা সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট (মার্ক্সবাদী)। গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে সমাবেশে মিলিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য দেন রেজাউর রহমান রানা, প্রসেনজিৎ রুদ্র, তৌহিদুজ্জামান জুয়েল ও নাজিরুল আজম বিশ্বাস। সমাবেশে বক্তারা হামলার বিচার চেয়ে কার্যালয় খুলে দেওয়ার দাবি করেন।